শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে ৯ বছরে খরচ ৬৮ হাজার কোটি টাকা

এম মামুন হোসেন

নয় বছরে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে খরচ হবে ৬৮ হাজার কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ সালে শিক্ষা খাতে মোট সরকারি বরাদ্দ ছিল জাতীয় উৎপাদনের ২.২৭ শতাংশ। এ হার বৃদ্ধি করে ছয় শতাংশ অথবা সাড়ে চার শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অর্থের কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তিনি বলেন, প্রথম দুই বছর বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি বরাদ্দের প্রয়োজন হলেও ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। শিক্ষা খাতে অর্থপ্রাপ্তির রক্ষণশীল প্রাক্কলনভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থ এ খাতের অন্যান্য খরচ মিটিয়ে নতুন এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অর্থের সঙ্কট তেমন থাকার কথা নয়। তবে প্রথম দিকে দুই-তিন বছর বিশেষ নজর দেয়ার প্রয়োজন হবে। নতুন শিক্ষানীতির কারণে নয় বছরে প্রাক্কলিত মোট অতিরিক্ত খরচ ৬৮ হাজার কোটি টাকা এবং গড়ে বছরে ৭ হাজার ৫৫৬ কোটি টাকা।

শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন বলে এক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা অর্থাৎ উপানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা শিক্ষার প্রসারে প্রত্যেক স্তরে গুরুত্বের ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

সরকারি বরাদ্দ ছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি পারিবারিক উৎস থেকে খরচ করা হয়। শিক্ষা খাতে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে। কলেজ ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের পরিবারকে পড়াশোনার খরচ সঙ্কুলানে নিজেদের দায়িত্ব খরচ : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

খরচ : শিক্ষানীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্রমেই বাড়াতে হবে। যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে শিক্ষাঋণের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে মত দিয়েছে কমিটি।

শিক্ষা খাতে সরকারি খরচ বিভিন্ন কারণে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি প্রতি বছর সাধারণভাবে ঘটতে থাকে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কারণে নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বিশেষভাবে খরচ বাড়বে। এগুলোর মধ্যে আছে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চিহ্নিত করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস, কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দেয়া, নতুন নতুন বইয়ের ব্যবস্থা করা, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন গবেষণার সম্প্রসারণ, শিক্ষার সব পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি প্রবর্তন অথবা জোরদারকরণ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন।

বর্তমানে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসা বিদ্যমান আছে সেগুলোর প্রত্যেকটিতে গড়ে ছয়টি করে শ্রেণীকক্ষ বাড়াতে হবে, যাতে করে এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরিসহ সব ধরনের শিক্ষাদান সম্ভব হয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে চলে যাওয়ার কারণে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় বিভিন্ন বিষয়ে (বিজ্ঞান, সাধারণ, বাণিজ্য) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলার জন্য কম সংখ্যক অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ লাগবে। এসব ক্ষেত্রে তিনটি করে নতুন শ্রেণীকক্ষ লাগবে বলে ধরা হয়েছে। প্রয়োজন মতো সব ক্ষেত্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলোর উন্নতি ও প্রয়োজন অনুসারে নতুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে।

স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত নয়টি শিক্ষা কমিশন গঠন ও নীতি প্রণীত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো কমিশনের সুপারিশ বা কোনো নীতি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে একটি নতুন শিক্ষানীতি করার ঘোষণা দিয়েছে।